প্রথম আলো

তারিখ [illegible] পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

# বই পড়ার বিকল্প কিছু নেই

## বেরাইদের পাঠাগারে সাহিত্য আসর

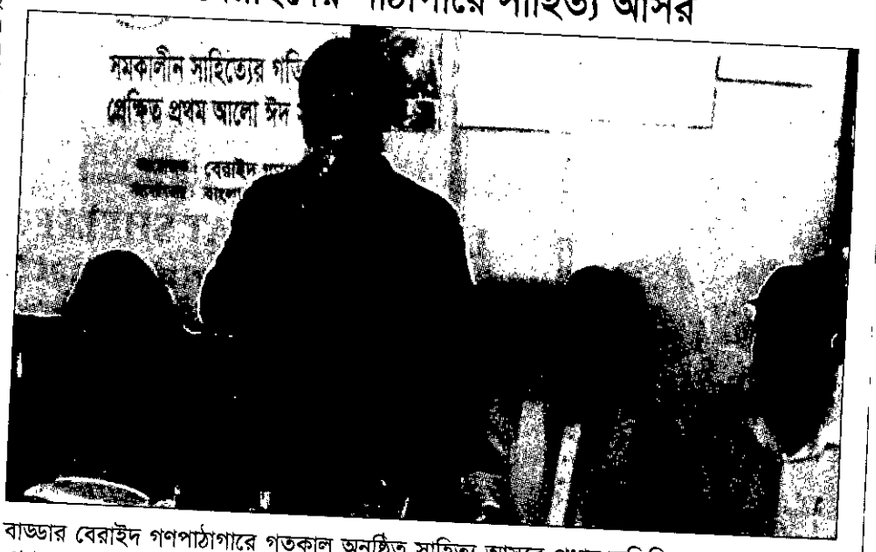

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে বই পড়ার অভ্যাস যেন কেউ না ভুলে যায়। বই পড়ার বিকল্প কোনো কিছু নেই। গতকাল শুক্রবার 'ঢাকায় তবে গ্রামীণ' এক পাঠাগারে বসে পাঠকদের আড্ডা। বৈকালিক এই আড্ডায় উচ্চারিত হয় এই কথা।

বাড্ডার বেরাইদ ইউনিয়নের বড় বেরাইদ গ্রামে প্রায় ৩০ বছরের পুরোনো এই পাঠাগারটির ঠিকানা। আসরের আয়োজক ছিল বেরাইদ গণপাঠাগার। আসরে সহযোগিতা করে বাংলাদেশ গ্রন্থ সুহৃদ সমিতি। গতকাল বিকেলে সেখানেই জমে ওঠে বই নিয়ে আলোচনা।

আসরের নির্ধারিত বিষয় ছিল 'সমকালীন সাহিত্যের গতিধারা : প্রেক্ষিত প্রথম আলো ঈদসংখ্যা ২০১৭।' তবে আলোচনার বড় একটা অংশজুড়ে ছিল সাহিত্য, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, বই পড়ার অভ্যাস আর বর্তমান প্রজন্মের কথা।

আড্ডায় প্রধান অতিথি ছিলেন *প্রথম আলোর* ব্যবস্থাপনা সম্পাদক কবি সাজ্জাদ শরিফ। বই পড়া সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আপনি যখন পড়বেন, তখন বইয়ের সঙ্গে তর্ক করে করে পড়বেন। কারণ, আপনার কাজ এই নয় যে আপনি আরেকজনের চিন্তাধারা হুবহু নেবেন। আপনার কাজ হচ্ছে আপনি আরেকজনের চিন্তাটাকে পর্যালোচনা করে আপনার চিন্তায় পৌঁছাবেন। তাতে আপনার মনের জানালাগুলো খুলবে। আবার কেউ যখন বই পড়েন, তখন তিনি লেখকের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন।'




বাড্ডার বেরাইদ গণপাঠাগারে গতকাল অনুষ্ঠিত সাহিত্য আসরে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন *প্রথম আলোর* ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ ● প্রথম আলো

গণগ্রন্থাগারের উপপরিচালক মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান *প্রথম আলোর* ঈদসংখ্যা-২০১৭ নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ৫১২ পৃষ্ঠার এই ঈদসংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শামসুর রাহমানের মতো বড় লেখকদের লেখা যেমন এসেছে, তেমনি জায়গা পেয়েছেন তরুণ লেখকেরাও। চলচ্চিত্র, অভিনয়, খেলা, রান্নাবান্না, জীবনী, স্মৃতিকথা নিয়ে লেখার পাশাপাশি আছে পলাশীর যুদ্ধ নিয়ে লেখা, সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাস। আর আছে ২৪ জন কবির কবিতা। এই ঈদসংখ্যায় তাই বৈচিত্র্য আছে।

এ বিষয়ে ঈদসংখ্যার সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ বলেন, আগে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের নিয়ে ঈদসংখ্যা করা হতো, সে চল এখনো কিছুটা আছে। তবে এবারের *প্রথম আলোর* ঈদসংখ্যাটা পুরোটা সাজানো হয়েছে সেসব লেখা দিয়ে, যেখানে কোনো না কোনোভাবে পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের জাতিগত সদস্যের প্রতিনিধিত্ব আছে।

এর আগে আলোচনার শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন বেরাইদ গণপাঠাগারটির সভাপতি এমদাদ হোসেন ভূঁইয়া। তিনি বলেন, সাহিত্যকে কখনো উপেক্ষা করা যায় না। সাহিত্য জীবনের আয়না। তবে পাঠক বানানো বেশ কঠিন কাজ। তাই বই পড়াকে বিনোদন হিসেবে নিতে হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে বই পড়াটাকে চাপানো বিষয় মনে না করে, সে ব্যাপারে অভিভাবকদেরই উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রতিটি ঘর, প্রতিটি পরিবারই হতে পারে একেকটি পাঠাগার।

পুরো আসর থেকে বই সম্পর্কে নতুন অনেক কিছু জানতে পেরেছেন বলে জানান এ কে এম রহমতউল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সহকারী গ্রন্থাগারিক মোসাম্মাত মিরাজুন্নেছা। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, এ রকম আসর আরও হওয়া উচিত। একই কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আঁখি আক্তারও একই কথায় সুর মেলালেন।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উপপরিচালক সুহিতা সুলতানা বিশেষ অতিথি হিসেবে এই আড্ডায় কথা বলেন। আরও বক্তব্য দেন বেরাইদ মুসলিম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মির্জা লুৎফর রহমান, রওশন আরা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল আলম, আলহাজ রহিমউল্লাহ দাখিল মাদ্রাসার সুপার জহিরুল ইসলাম পাটোয়ারি, মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক, বেরাইদ ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য মারুফ আহমেদ, আরমানিটোলা গ্রন্থ সুহৃদ সমিতির শফিকুল ইসলাম।